مَنْزِلَةُ الِاحْتِرَامِ فِي الْإِسْلَامِ

ইসলামে পারস্পরিক সম্মানবোধের মর্যাদা ও গুরুত্ব

الحَمْدُ للهِ الَّذي لَمْ يَزَلْ عَلِيمًا قَدِيرًا، هَدَى الإِنْسانَ السَّبيلَ إِمَّا شاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، فَمَنْ شَكَرَ كانَ جَزاؤُهُ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، وَمَنْ كَفَرَ لَمْ يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللهِ وَلِيًّا وَلا نَصِيرًا، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ شَهادَةً تَجْعَلُ الظَّلَامَ نُورًا، وَالضِّيقَ انْشِراحًا وَسُرُورًا، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ المُرْسَلُ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، وَداعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِراجًا مُنِيرًا، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا

أَمَّا بَعْدُ: فَأُوصِيكُمْ عِبادَ اللهِ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ، كَمَا أَمَرَ اللهُ جَلَّ فِي عُلَاهُ؛ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ الحشر: ١٨

১। হামদ বা আল্লাহর প্রশংসা

সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সর্বদা সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান। যিনি মানুষকে পথ দেখিয়েছেন, চাই সে কৃতজ্ঞ হোক কিংবা অকৃতজ্ঞ। সুতরাং যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তার প্রতিদান হলো নেয়ামত ও বিশাল রাজত্ব। আর যে অকৃতজ্ঞ হয়, সে আল্লাহ ছাড়া কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, এমন এক সাক্ষ্য যা অন্ধকারকে আলোতে এবং সংকীর্ণতাকে প্রশস্ততা ও আনন্দে রূপান্তর করে। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রেরিত বান্দা, যিনি সুসংবাদদাতা, সতর্ককারী এবং আল্লাহর আদেশে তাঁর দিকে আহ্বানকারী এক উজ্জ্বল প্রদীপ। হে আল্লাহ! আপনি তাঁর ওপর, তাঁর পরিবারবর্গ এবং তাঁর সঙ্গী-সাথীদের ওপর অজস্র দয়া ও শান্তি বর্ষণ করুন।

২। তাকওয়ার ওসিয়ত (উপদেশ)

অতঃপর: হে আল্লাহর বান্দাগণ! আমি আপনাদেরকে এবং নিজেকে আল্লাহর তাকওয়া (ভীতি) অর্জনের উপদেশ দিচ্ছি, যেমনটি মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আর প্রত্যেকের উচিত লক্ষ্য করা, সে আগামীকালের (পরকালের) জন্য কী পাঠিয়েছে। তোমরা আল্লাহকে ভয় করো; নিশ্চয়ই তোমরা যা করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত। [সূরা আল-হাশর: ১৮]

৩। ইসলামের দৃষ্টিতে 'সম্মান ও শ্রদ্ধা'র সংজ্ঞা

হে আল্লাহর বান্দাগণ! নিশ্চয়ই 'সম্মান ও শ্রদ্ধা' (احترام) ইসলামের মহান মূল্যবোধগুলোর একটি অন্যতম মূল্যবোধ। এটি একটি পবিত্র হৃদয় এবং প্রশান্ত আত্মা থেকে উৎসারিত হয়। এর অর্থ হলো- অন্যদের মূল্যায়ন করা এবং পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও মর্যাদার ভিত্তিতে তাদের সাথে আচরণ করা।

৪। শরিয়তের দলিলের আলোকে পারস্পরিক সম্মান

যে ব্যক্তি শরিয়তের গ্রন্থ ও নির্দেশনাবলির দিকে তাকাবে, সে স্পষ্টভাবেই লক্ষ্য করবে যে, ইসলাম কীভাবে বিভিন্ন উপায়ে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শনের প্রতি উৎসাহিত করেছে। ইসলাম সর্বদা মানুষের সাথে সুন্দর কথা বলা ও হাস্যোজ্জ্বল মুখে সাক্ষাৎ করার নির্দেশ দিয়েছে। একই সাথে অশ্লীলতা ও কটু কথা বর্জন করার তাগিদ দিয়েছে, এমনকি তা যদি অমুসলিমদের সাথেও হয় (তবুও শালীনতা বজায় রাখতে হবে)।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা ইরশাদ করেছেন: وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا আর তোমরা মানুষের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলো। [সূরা আল-বাকারাহ: ৮৩]

عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قالَ: إِنَّ مِنْ خِيارِكُمْ أَحاسِنَكُمْ أَخْلَاقاً

হজরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বোত্তম, যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর। (বুখারি: ৬০২৯, তিরমিযী: ১৯৭৫)

চরিত্রের গুরুত্ব ও সম্মানের বিভিন্ন দিক

১। আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র গঠন

صَلاحُ أَمْرِكَ لِلأَخْلاقِ مَــرْجِعُهُ فَقَــوِّمِ النَّفْسَ بِالأَخْلاقِ تَسْتَقِمِ
وَالنَّفْسُ مِنْ خَيْرِها فِي خَيْرِ عافِيَةٍ وَالنَّفْسُ مِنْ شَرِّها فِي مَرْتَعٍ وَخِمِ

কাব্যানুবাদ: চরিত্রের মাঝে লুকিয়ে আছে তোমার পথের আলো,
আত্মাকে তাই শুদ্ধ করো, রবে সে সদাই ভালো।
পুণ্যের পথে আত্মা যে পায় পরম সুস্থতা,
পাপের পথে ঘনিয়ে আসে বিনাশ ও ব্যাকুলতা ॥

হে মুসলিম সমাজ! মানুষের মাঝে পারস্পরিক সম্মান ও শ্রদ্ধার বহুবিধ রূপ এবং বিভিন্ন অবস্থা রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে মহান ও প্রধান রূপ হলো, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা।

২। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন

একই সাথে আল্লাহর দ্বীনকে বড় জানা ও সম্মান করা; আর তা অর্জিত হয় শরিয়তের আদেশাবলিকে গুরুত্ব সহকারে পালন করা এবং আল্লাহর নির্ধারিত পবিত্র সীমারেখাসমূহ রক্ষা করার মাধ্যমে। পবিত্র কুরআন এ পথেরই দিকনির্দেশনা দিয়েছে:

ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

এটাই হলো আল্লাহর বিধান; আর কেউ আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে সম্মান করলে তা তো তার হৃদয়ের তাকওয়ারই বহিঃপ্রকাশ। [সূরা আল-হজ্জ: ৩২]

৩। উত্তম শব্দ চয়ন ও আঘাতমূলক আচরণ বর্জন:

সম্মান প্রদর্শনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি দিক হলো, কথা বলার সময় উত্তম ও সুন্দর শব্দ চয়ন করা এবং কাউকে আঘাতকারী বাক্য ও অপমানজনক ইশারা-ইঙ্গিত থেকে বিরত থাকা। মন্দ চরিত্রের পরিণতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা সতর্ক করে বলেন:

وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ

ধ্বংস প্রত্যেকের জন্য, যে সামনে ও পেছনে মানুষের নিন্দা বা দোষত্রুটি খুঁজে বেড়ায়।" [সূরা আল-হুমাজাহ: ১]

▣ **'হাময'** (الْهَمْزُ): এর অর্থ হলো কর্ম বা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে কষ্ট দেওয়া এবং চোখের ইশারায় কাউকে ছোট বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করা।

▣ **'লামম'** (اللَّمْزُ): এর অর্থ হলো কথার মাধ্যমে কাউকে আঘাত করা বা দোষারোপ করা।

৪। শয়তানের চক্রান্ত হতে দূরে থাকা এবং সুন্দর কথার নির্দেশ

উপরে উল্লেখিত মন্দ আচরণের বিপরীতে ইসলাম মানুষের সাথে সর্বোত্তম ব্যবহারের নির্দেশ দেয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা ইরশাদ করেন:

وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا

আর আমার বান্দাদের বলে দিন, তারা যেন এমন কথাই বলে যা সবচেয়ে সুন্দর। নিশ্চয়ই শয়তান তাদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে। নিঃসন্দেহে শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।" [সূরা আল-ইসরা: ৫৩]

মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও বিবেকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন

১। মানুষের চিন্তাভাবনার সম্মান ও উত্তম উপায়ে সংশোধন

সম্মান প্রদর্শনের অন্যতম একটি মহৎ রূপ হলো, মানুষের বুদ্ধিমত্তা ও বিবেকের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা এবং সবচেয়ে সুন্দর ও উত্তম পন্থায় তাদেরকে সঠিক পথের দিকে পরিচালিত করা।

২। নবীজী ﷺ-এর দরবারে এক যুবকের আগমন ও সাহাবিদের প্রতিক্রিয়া

হজরত আবু উমামা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত: এক যুবক নবী করীম ﷺ-এর কাছে এসে আরজ করল, "হে আল্লাহর রাসূল! ائْذَنْ لِي بِالزِّنَا، আমাকে ব্যভিচার (জিনা) করার অনুমতি দিন।"

এ কথা শুনে উপস্থিত লোকজন فَأَقْبَلَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ فَزَجَرُوهُ، وَقَالُوا: مَهْ! مَهْ! তার দিকে তেড়ে গেল এবং তাকে ধমক দিয়ে বলল, "থামো! থামো! (তুমি একি বলছ!)"

কিন্তু নবী করীম ﷺ অত্যন্ত কোমলতার সাথে তাকে বললেন, ادْنُهْ "আমার কাছে এসো।" তখন যুবকটি তাঁর কাছে এসে বসল।

৩। যৌক্তিক ও মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে নবীজী ﷺ-এর বোঝানোর পদ্ধতি

অতঃপর নবীজী ﷺ তাকে (তার বিবেককে জাগ্রত করার জন্য) প্রশ্ন করলেন:

➤ **নবীজী:** أَتُحِبُّهُ لأُمِّكَ তুমি কি তোমার মায়ের জন্য এটা (ব্যভিচার) পছন্দ করো?

✦ **যুবক:** لا وَاللهِ، আল্লাহর কসম, কখনই না! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন।

➤ **নবীজী:** وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ অনুরূপভাবে অন্য মানুষও তাদের মায়েদের জন্য এটা পছন্দ করে না।

➤ **নবীজী:** أَفَتُحِبُّهُ لِابْنَتِكَ তুমি কি তোমার কন্যার জন্য এটা পছন্দ করো?

✦ **যুবক:** لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ، আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রাসূল, কখনই না! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন।

➤ **নবীজী:** وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ অনুরূপভাবে অন্য মানুষও তাদের কন্যাদের জন্য এটা পছন্দ করে না।

➤ **নবীজী:** أَفَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ "তুমি কি তোমার বোনের জন্য এটা পছন্দ করো?"

✦ **যুবক:** لَا وَاللَّهِ আল্লাহর কসম, কখনই না! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন।

➤ **নবীজী:** وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ অনুরূপভাবে অন্য মানুষও তাদের বোনেদের জন্য এটা পছন্দ করে না।"

➤ **নবীজী:** أَفَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ "তুমি কি তোমার ফুফুর জন্য এটা পছন্দ করো?"

✦ **যুবক:** لَا وَاللَّهِ، আল্লাহর কসম, কখনই না! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন।"

➤ **নবীজী:** وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِعَمَّاتِهِمْ অনুরূপভাবে অন্য মানুষও তাদের ফুফুদের জন্য এটা পছন্দ করে না।"

➤ **নবীজী:** أَفَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ "তুমি কি তোমার খালার জন্য এটা পছন্দ করো?"

✦ **যুবক:** لَا وَاللَّهِ، "আল্লাহর কসম, কখনই না! আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন।"

➤ **নবীজী:**وَلَا النَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِخَالَاتِهِمْ অনুরূপভাবে অন্য মানুষও তাদের খালাদের জন্য এটা পছন্দ করে না।

৪। স্নেহের স্পর্শ, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর দোয়া এবং যুবকের পরিবর্তন

এরপর নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্নেহের সাথে তাঁর হাতখানি সেই যুবকের বুকের ওপর রাখলেন এবং দোয়া করলেন: اللَّهُمَّ اغْفِرْ ذَنْبَهُ، وَطَهِّرْ قَلْبَهُ، وَحَصِّنْ فَرْجَهُ হে আল্লাহ! আপনি এর গুনাহ ক্ষমা করে দিন, তার অন্তরকে পবিত্র করে দিন এবং তার লজ্জাস্থানকে হিফাজত করুন।

বর্ণনাকারী বলেন: এর পর থেকে সেই যুবককে আর কখনো কোনো মন্দ বা নিষিদ্ধ জিনিসের দিকে তাকাতে বা ধাবিত হতে দেখা যায়নি। (মুসনাদে আহমদ: ২২২১১)

মেধা, দাওয়াত ও সামাজিক ন্যায়বিচারে সম্মানের প্রতিফলন

১। মানুষের বুদ্ধিবৃত্তিক ও ব্যক্তিগত যোগ্যতার ভিন্নতার প্রতি সম্মান:

মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে সম্মান জানানোর আরেকটি দিক হলো, জ্ঞানের গভীরতা ও বোঝার ক্ষমতার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পার্থক্য বিবেচনা করা। বিশেষ করে যখন আমরা জানি যে, মানুষের বুদ্ধি, বোধশক্তি ও শিক্ষার স্তরে তারতম্য রয়েছে।

يَقُولُ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: حَدِّثُوا النَّاسَ بِما يَعْرِفُونَ، أَتُحِبُّونَ أَنْ يُكَذَّبَ اللهُ وَرَسُولُهُ؟

সহীহ বুখারীতে (হাদীস: ১২৭) বর্ণিত হয়েছে, হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন: 'মানুষের নিকট সেই ধরনের কথা বল, যা তারা বুঝতে পারে। তোমরা কি পছন্দ কর যে, (তোমাদের কঠিন বা দুর্বোধ্য কথার কারণে) আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হোক?

২। অমুসলিমদের দাওয়াত দেওয়ার ক্ষেত্রে শালীনতা ও সম্মান

হে ঈমানদার ভাইসব! সম্মান ও শ্রদ্ধার অন্যতম একটি রূপ হলো, অমুসলিমদেরকে সবচেয়ে সুন্দর ও উত্তম পন্থায় দ্বীনের প্রতি দাওয়াত দেয়া; কোনো ধরনের কটূক্তি, গালিগালাজ বা তিরস্কার ছাড়াই। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা ইরশাদ করেন:

{ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} [النحل: ١٢٥].

"আপনি আপনার রবের পথের দিকে আহ্বান করুন হিকমত (প্রজ্ঞা) ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বিতর্ক করুন সবচেয়ে সুন্দর ও উত্তম পন্থায়। নিশ্চয়ই আপনার রব ভালো করেই জানেন কে তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে এবং হেদায়েতপ্রাপ্তদের সম্পর্কেও তিনি সম্যক অবগত। [সূরা আন-নাহল: ১২৫]

৩। বৈষম্যহীন সমাজ গঠন: সম্মানের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

এটি পারস্পরিক সম্মানের অত্যন্ত চমৎকার ও দীপ্তিময় একটি রূপ; আর তা হলো, মানুষের মাঝে কোনো প্রকার বৈষম্য বা ভেদাভেদ না করা। এর বাস্তব ক্ষেত্রগুলো হলো:

➤ **বিচারক:** তিনি রায় দেওয়ার সময় কোনো দুর্বল ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য করবেন না।

▲ **চিকিৎসক:** তিনি একজন ধনীর চিকিৎসার মতো একজন দরিদ্রের চিকিৎসাকেও সমভাবে গুরুত্ব দেবেন।

▲ **শিক্ষক:** তিনি শিক্ষার্থীদের মাঝে কোনো প্রকার পক্ষপাতিত্ব বা বৈষম্য করবেন না।

▲ **পিতা:** তিনি তাঁর সন্তানদের মাঝে পূর্ণ সমতা ও ন্যায়বিচার বজায় রাখবেন।

▲ **স্বামী:** তিনি তাঁর স্ত্রীদের মাঝে (একাধিক স্ত্রী থাকলে) ইনসাফ নিশ্চিত করবেন।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা এ বিষয়ে ইরশাদ করেন:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসঙ্গত কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে তোমরা স্মরণ রাখ। [সূরা আন-নাহল: ৯০]

৪। আইনের চোখে সমতা ও সামাজিক বৈষম্যের নিন্দা: (হাদীসের আলোকে)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّما أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ: أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَايْمُ اللهِ، لَوْ أَنَّ فاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহা থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন: তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিসমূহ মূলত এ কারণেই ধ্বংস হয়ে গেছে যে, যখন তাদের মধ্যে কোনো সম্ভ্রান্ত বা প্রভাবশালী ব্যক্তি চুরি করত, তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন কোনো দুর্বল (সাধারণ) ব্যক্তি চুরি করত, তখন তারা তার ওপর শাস্তি কার্যকর করত। আল্লাহর কসম! যদি মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত, তবে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম। [বুখারি: ৩৪৭৫, মুসলিম: ১৬৮৮, আবু দাউদ: ৪৩৭৩, তিরমিযী: ১৪৩০]

সামাজিক দাওয়াতে গরিবদের অবমূল্যায়ন করার নিন্দা জানিয়ে হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু বলেন:

شَرُّ الطَّعامِ طَعامُ الوَلِيمَةِ، يُدْعَى لَهَا الأَغْنِياءُ، وَيُتْرَكُ الفُقَراءُ

সেই ওয়ালিমার খাবার সবচেয়ে নিকৃষ্ট খাবার, যেখানে কেবল ধনীদের দাওয়াত দেওয়া হয় আর দরিদ্রদের বর্জন করা বা বাদ দেওয়া হয়।" [বুখারি: ৫১৭৭, মুসলিম: ১৪৩২]

দুর্বলদের প্রতি যত্ন ও সামাজিক রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধা

১. অসুস্থ, দুর্বল ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান ও সহানুভূতি

হে ইসলামি ভ্রাতৃসমাজ! সমাজ ও পরিবারে অসুস্থ, দুর্বল এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন (প্রতিবন্ধী) ব্যক্তিদের সম্মান ও মূল্যায়ন করা ইসলামের অন্যতম নির্দেশ। তাদের অবস্থার প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে এবং এমনভাবে আচরণ করতে হবে যেন তাদের মনের কষ্ট ও শারীরিক সংকীর্ণতা দূর হয়।

فَعَنْ عُثْمانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اجْعَلْنِي إِمامَ قَوْمِي، قالَ: أَنْتَ إِمامُهُمْ، وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ أَخْرَجَهُ أَبُو داوُدَ وَصَحَّحَهُ الأَلْبانِيُّ

হযরত উসমান বিন আবু আল-আস রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে আমার সম্প্রদায়ের ইমাম বানিয়ে দিন। তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: 'তুমিই তাদের ইমাম, তবে তুমি তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে দুর্বল, তার দিকে লক্ষ্য রেখে (নামায) পরিচালনা করবে। (আবু দাউদ: ৫৩১, নাসাঈ: ৬৭২, আহমাদ: ১৬২৭০, তিরমিযী: ২০৯)

২। বাহ্যিক দুর্বলতা দেখে উপহাস করার নিন্দা: (হাদীসের আলোকে)

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُ كَانَ يَجْتَنِي سِواكاً مِنَ الأَرَاكِ، وَكانَ دَقِيقَ السَّاقَيْنِ، فَجَعَلَتِ الرِّيحُ تَكْفَؤُهُ، فَضَحِكَ الْقَوْمُ مِنْهُ، فَقالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِمَّ تَضْحَكُونَ؟ قالُوا: يا نَبِيَّ اللهِ، مِنْ دِقَّةِ سَاقَيْهِ، فَقالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَهُمَا أَثْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أُحُدٍ -أَخْرَجَهُ الإِمامُ أَحْمَدُ

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত: তিনি একদিন আরাক গাছ থেকে মেসওয়াক সংগ্রহ করছিলেন। তাঁর পায়ের নলা দুটি ছিল অত্যন্ত চিকন। হঠাৎ তীব্র বাতাসে তাঁর কাপড় নড়ে উঠল (এবং চিকন পা দুটি প্রকাশ পেয়ে গেল), যা দেখে উপস্থিত লোকজন হেসে ফেলল।

তখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন: তোমরা কী দেখে হাসছ?" তারা বলল: হে আল্লাহর নবী! তাঁর পায়ের নলার চিকনতা দেখে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন: সেই

সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন! (বাহ্যিক দৃষ্টিতে চিকন মনে হলেও) মিজানের পাল্লায় এই দুটি পা ওহুদ পাহাড়ের চেয়েও বেশি ভারী। (ইমাম আহমাদ: ৩৯৯১)

৩। সমাজের মার্জিত ও শরিয়তসম্মত রীতিনীতির (العُرْف) প্রতি শ্রদ্ধা

সম্মান প্রদর্শনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, মানুষের এমন সব অভ্যাস ও সামাজিক রীতিনীতিকে শ্রদ্ধা করা, যা আমাদের পবিত্র শরিয়তের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা ইরশাদ করেন:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

আপনি ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন করুন, ভালো কাজের (ন্যায়সঙ্গত রীতিনীতির) নির্দেশ দিন এবং অজ্ঞদের এড়িয়ে চলুন। [সূরা আল-আরাফ: ১৯৯]

✵ **উরফ (العُرْف) কী?:** 'উরফ' হলো কল্যাণ ও সুন্দরের ওপর ভিত্তি করে সমাজে গড়ে ওঠা মানুষের চেনা ও গ্রহণযোগ্য রীতিনীতি বা প্রথা।

৪। খুতবার প্রথম অংশের সমাপ্তি ও ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা আমাকে এবং আপনাদেরকে সেইসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত করুন, যাদের চরিত্র সুন্দর এবং যারা আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি দয়া ও ইহসান প্রদর্শন করে।

أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسائِرِ المُسْلِمِينَ، فَاسْتَغْفِرُوهُ؛ إِنَّهُ هُوَ الغَفُورُ الرَّحِيمُ

আমি আমার এই কথাটি বলছি এবং আমার নিজের জন্য, আপনাদের জন্য ও সমস্ত মুসলমানের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনারা সবাই তাঁর কাছে ক্ষমা চান; নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

দ্বিতীয় খুতবা

الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ

الحَمْدُ للهِ، وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَمُصْطَفاهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا

সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই এবং আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা, রাসূল ও মনোনীত বান্দা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতা'লা তাঁর ওপর, তাঁর পরিবারবর্গ, তাঁর সঙ্গী-সাথী এবং যারা তাঁকে ভালোবাসে, সবার ওপর অজস্র দয়া ও শান্তি বর্ষণ করুন।

মুরুব্বী, গুণীজন ও পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা

অতঃপর: প্রশংসনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ সম্মান প্রদর্শনের অন্যতম একটি বিশেষ রূপ হলো, পিতা-মাতার সম্মান রক্ষা করা এবং তাঁদের সাথে সর্বোচ্চ শিষ্টাচার (আদব) বজায় রাখা।

ইমাম বুখারী তাঁর 'আল-আদাবুল মুফরাদ' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন:

أَنَّ أَبا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَبْصَرَ رَجُلَيْنِ، فَقَالَ لأَحَدِهِمَا: مَا هَذَا مِنْكَ؟ فَقَالَ: أَبِي، فَقَالَ: لا تُسَمِّهِ بِاسْمِهِ، وَلا تَمْشِ أَمَامَهُ، وَلا تَجْلِسْ قَبْلَهُ

হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু একবার দুই ব্যক্তিকে (একত্রে চলতে) দেখলেন। তিনি তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, "এই ব্যক্তি তোমার কী হন? সে উত্তর দিল, "তিনি আমার পিতা। তখন আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু তাকে আদব শিক্ষা দিয়ে বললেন: "কখনো তাঁকে তাঁর নাম ধরে ডাকবে না, তাঁর সামনে (তাঁকে পেছনে ফেলে) হাঁটবে না এবং তিনি বসার আগে তুমি বসবে না। (আদাবুল মুফরাদ: ৪৪) [আলবানী একে সহীহ বলেছেন]

প্রবীণ, আলিম, কুরআনের বাহক ও ন্যায়পরায়ণ শাসকের সম্মান:

একইভাবে সমাজের নেতৃবৃন্দ (আমির), উলামায়ে কেরাম, কুরআনের হাফেজ-আলেম এবং বয়োজ্যেষ্ঠ (প্রবীণ) ব্যক্তিদের শ্রদ্ধা করা ইসলামের অন্যতম নির্দেশ।

হযরত আবু মুসা আল-আশআরী রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু থেকে বর্ণিত, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন:

فَفِي حَدِيثِ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مِنْ إِجْلالِ اللهِ تَعالى: إِكْرامَ ذِي الشَّيْبَةِ المُسْلِمِ، وَحامِلِ القُرْآنِ غَيْرِ الغالِي فِيهِ وَالجافِي عَنْهُ، وَإِكْرامَ ذِي السُّلْطانِ المُقْسِطِ

অর্থ: নিশ্চয়ই মহান আল্লাহর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অংশ হলো-

✦ কোনো মুসলিম বৃদ্ধ বা চুল পাকা প্রবীণ ব্যক্তিকে সম্মান করা,

✦ পবিত্র কুরআনের এমন বাহককে (হাফেজ বা আলেমকে) সম্মান করা, যিনি কুরআনের বিষয়ে কোনো সীমালঙ্ঘন করেন না এবং তা থেকে দূরেও সরে যান না, এবং

✦ ন্যায়পরায়ণ শাসক বা রাষ্ট্রপ্রধানকে সম্মান করা। (আবু দাউদ: ৪৮৪৩)

পারস্পরিক সম্মান ও সদাচরণের সুফল

১। সম্মান ও সুচরিত্রের প্রতি আমাদের গভীর প্রয়োজনীয়তা

হে মুসলিম সমাজ! এই মহান ও মহৎ চরিত্রের (পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ) প্রতি আমরা কতই না মুখাপেক্ষী! পারস্পরিক সম্মান প্রদর্শন মানুষের মাঝে কত ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য বয়ে আনে, আর এর মাধ্যমে কত চমৎকার ও সুমিষ্ট ফল লাভ হয়!

নিশ্চয়ই মানুষ তাকেই ভালোবাসে যে তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করে, চাই তা একটিমাত্র উত্তম কথা বা একটি আন্তরিক মুচকি হাসির মাধ্যমেও হোক না কেন। আর মানুষ তাকে কখনোই পছন্দ করে না যে তাদের সাথে খারাপ আচরণ করে, এমনকি সে যদি সত্য বা ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত কোনো ব্যক্তিও হয় (তবুও তার রুক্ষতা মানুষকে দূরে সরিয়ে দেয়)।

২। কবিতা: সদাচরণের শক্তি, এ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন:

أَحْسِنْ إِلَى النَّاسِ تَسْتَعْبِدْ قُلُوبَهُمُ   فَطالَمَا اسْتَعْبَدَ الإِنْسانَ إِحْسانُ

কাব্যানুবাদ:

মানুষের করো ভালো, জয় করো মানুষের মন,
ভালোবাসা দিয়ে কেনা যায় হৃদয়ের সিংহাসন।
ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, দয়া আর উপকারে,
মানুষের মন দাস বনে যায় চিরতরে।

৩। আল্লাহর ইবাদত ও সৃষ্টির প্রতি সদাচরণের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক

হে আল্লাহর বান্দাগণ! আমাদের অবশ্যই জানা উচিত যে, মহান আল্লাহর নির্ধারিত ফরজ বা অবশ্য পালনীয় বিধানসমূহ আদায় করা এবং আল্লাহর সৃষ্টির প্রতি সুন্দর আচরণ করার মধ্যে একটি অত্যন্ত সুদৃঢ় ও গভীর সম্পর্ক রয়েছে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ এ বিষয়ে ইরশাদ করেন:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ} [البقرة: ٨٣].

আর স্মরণ করো, যখন আমি বনী ইসরাঈলের কাছ থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদত করবে না, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম ও অভাবী মানুষের সাথে সদাচরণ করবে এবং মানুষের সাথে সুন্দর কথা বলবে; আর সালাত কায়েম করবে ও যাকাত প্রদান করবে।" [সূরা আল-বাকারাহ: ৮৩]

খুতবার সমাপনী দোয়া ও মোনাজাত

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবিগণের প্রতি দরুদ ও সালাত

হে আল্লাহ! আপনি আপনার বান্দা ও নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ওপর দরুদ ও শান্তি বর্ষণ করুন। আর তাঁর সমস্ত সঙ্গী-সাথীদের (সাহাবিগণের) ওপর সন্তুষ্ট হয়ে যান। হে পরম দয়ালু! আপনার রহমতের উসিলায় তাঁদের সাথে আমাদের ওপরও দয়া করুন।

২। আল্লাহর সাহায্য ও হেদায়েত প্রার্থনা

হে আল্লাহ! আপনার জিকির (স্মরণ) করতে, আপনার শুকরিয়া (কৃতজ্ঞতা) আদায় করতে এবং আপনার সর্বোত্তম ইবাদত করতে আমাদের সাহায্য করুন।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের পক্ষে থাকুন, আমাদের বিপক্ষে যাবেন না; আমাদের সাহায্য করুন, আমাদের বিরুদ্ধে কাউকে বিজয়ী করবেন না। আমাদের হেদায়েত দান করুন এবং হেদায়েতের পথকে আমাদের জন্য সহজ করে দিন।

৩। কুয়েত রাষ্ট্র ও মুসলিম উম্মাহর নিরাপত্তা এবং সীমান্তরক্ষীদের জন্য দোয়া

হে আল্লাহ! আপনি কুয়েত এবং এর অধিবাসীদের যাবতীয় অনিষ্ট ও অপ্রীতিকর বিষয় থেকে রক্ষা করুন। এই দেশকে এবং সমস্ত মুসলিম রাষ্ট্রকে নিরাপদ ও শান্তিময় বানিয়ে দিন।

হে আল্লাহ! আমাদের সীমান্ত পাহারা দেওয়া ভাইদের (মুরবিতিন), নিরাপত্তা বাহিনী, প্রতিরক্ষা বাহিনী, জাতীয় রক্ষীবাহিনী (ন্যাশনাল গার্ড) এবং দেশের নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত সবাইকে আপনি হেফাজত করুন। তাদের পদসমূহকে অবিচল ও দৃঢ় রাখুন।

৪। কুয়েতের আমির ও যুবরাজের জন্য কল্যাণ প্রার্থনা

হে আল্লাহ! আমাদের আমির এবং তাঁর যুবরাজকে এমন সব কাজের তাওফিক দান করুন যা আপনি পছন্দ করেন এবং যাতে আপনি সন্তুষ্ট হন। তাঁদের উভয়কে কল্যাণ ও তাকওয়ার পথে পরিচালিত করুন।

আর আমাদের শেষ কথা হলো, সমস্ত প্রশংসা মহাবিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য।

প্রণয়নে: জুআর নামাযের খুতবা প্রস্তুতকারী কমিটি